ভালোবাসার বন্ধন

সংকলন
বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ভালোবাসার বন্ধন
সংকলন- বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং : ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৭৮ ৪১১৫৪৪, ০১৯৭৩ ১৭৫৭১৭
পেজ লিঙ্ক : www.facebook.com/pothikprokashon

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
sijdah.com
boibazar.com
niyamahshop.com
pothikshop.com

মুদ্রিত মুল্য : ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

আমাদের কিছু কথা ৭
হৃদয়ের কথাগুলি ৯

প্রথম অধ্যায় : প্রেম-প্রীতি

মানুষ কেনো প্রেমে পড়ে? ১২
তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই কেন? ১৯
আমার দিকে কেউ তাকায় না ২২
যে প্রেম থেকে বিয়ে সেটার কি হবে? ২৪
আমি জানি প্রেম করা হারাম কিন্তু আমি তো তাকে ভালোবাসি ২৬
দ্বীনদার গার্লফ্রেন্ড এবং বয়ফ্রেন্ড ২৯
রিজেকশন নিয়ে কিছু কথা ৩৩
হারাম প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন, এখন করণীয় কি? ৩৫
দ্বীনদার হয়ে আবার লুকিয়ে প্রেম? ৩৯
জীবনে সুখ-শান্তির বড় অন্তরায় 'বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড' সংস্কৃতি ৪১
ব্যভিচার সমাজের জন্য আমরাই দায়ী ৪২
তার প্রেমে আমি ৪৩
দ্বীনের স্বার্থে ক্যারিয়ার ৪৬
কিশোর প্রেম : বন্ধ করা কি সম্ভব? ৪৭
মাদকের থেকেও বেশী নেশা প্রেমে... ..... ৫০
যৌনতা জীবনের সবকিছু নয় আবার অনেক কিছু... ..... ৫২
হবু স্বামীর সাক্ষাৎকার ৫৫
আমার এক বান্ধবীর কথা ৫৮
হারাম রিলেশন ৬০
পরিপূর্ণ পর্দা করতে হলে আপনাকে হতে হবে জযবাতি তরুণী ৬১
মুসলিম নারীরা বিপ্লবের কারিগর ৬৩
বেকারত্ব দূর হবে যেভাবে ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : বিয়ে-শাদী

এ যুব সমাজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান..... ৬৮
আপনার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন..... ৭১
বাবা! আমাকে বিয়ে করিয়ে দিন ৭৫
অল্প বয়সে বিয়ে..... ৭৫
বাবা-মার প্রতি একটি বার্তা ৭৭
দেরীতে বিয়ে : পরকীয়ার অন্যতম কারণ ৭৯
ছেলেমেয়ের দ্রুত বিয়ে দেয়া জরুরী..... ৮০
বিয়েকে সহজ করুন প্লিজ! আর হারাম রিলেশনকে কঠিন করুন ৮২
বিয়ে কি সহজ?..... ৮৩
কতটুকু সামর্থ থাকলে বিয়ে করা উচিত? ৮৩
বিয়ে অর্ধেক দ্বীন হলো কিভাবে?..... ৮৫
বিয়ে করতে চান? তাহলে পুরুষ হয়ে উঠুন ৮৭
আগে বিয়ে, না পড়াশোনা?..... ৯০
তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার আমল ৯১
মুমিনের বিয়ের উদ্দেশ্য ইমান রক্ষা করা ৯২
মনের মতো মানুষ খুঁজছেন বিয়ের জন্য? ৯২
পাত্রী খুঁজছেন? ৯৩
সঙ্গী নির্বাচন..... ৯৫
অনলাইনে পাত্র পাত্রী খোঁজা কতটা যুক্তিযুক্ত?..... ৯৬
দ্রুত পাত্রী খুঁজে পাবেন যেভাবে ৯৮
বিয়েতে রয়েছে প্রশান্তিময় জীবন..... ৯৯
একটি বিয়ের অসাধারণ কাহিনী! ১০০
বিয়ে জীবনে একবারই হয় ১০১
জুলাইবিব, আমার জুলাইবিব... ..... ১০৩
বিয়ে-শাদীর গপ্পো..... ১০৯
যারা বিয়ে করেও হবে ব্যভীচারী এবং ব্যভীচারিনী ১১১
মূল সংকট যেখানে..... ১১২

তৃতীয় অধ্যায় : যে জীবন হৃদয় জুড়ায়

যাত্রাপথে প্রেমের সংসার..... ১১৪
ভালোবাসার নিক্তি..... ১১৬
তোমার বন্ধন অটুট থাকুক জনম জনম..... ১১৭
অপেক্ষার সময়গুলি ১১৮
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আরো গভীর করবে যেভাবে..... ১১৯
হায়! বোনেরা যদি এমন হতেন?..... ১২১

রাব্বাতুল বাইত : ঘরের রাণী.....১২২
প্রেমের সংসারে আত্মমর্যাদা.....১২৪
প্রিয়তমাকে অন্যের কাছে সঁপে দিবেন না.....১২৬
আপনার প্রিয়তমকে ভালোবাসুন.....১২৭
সাহাবিদের সংসার.....১২৯
ফিতাওয়ালা বোরকা পরবেন না.....১৩৩
নারী হলো ঘরের রানী.....১৩৪
সংগ্রামী সেই বোন আমার.....১৩৫
এক বোনের গল্প.....১৩৫
সাহাবিদের সংসার জীবন.....১৩৬
একজন জান্নাতী নারীর জীবন কাহিনী.....১৪০
দায়িত্ব কর্তব্য সচেতন স্বামী এবং আনুগত্যাশীলা স্ত্রী নিয়ামত.....১৪৩
আমার জীবনের সেরা উপহার.....১৪৪
আমিই তোমার প্রিয়তমা.....১৪৫
স্বামী কি স্ত্রীকে নিকাব মানে মুখ ঢাকার জন্য বাধ্য করতে পারবে?.....১৪৬
আপনার সন্তানকে অভিশাপ দেবেন না.....১৪৯
দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০ টি বিষয়—যা আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন.....১৫৩
হতাশ হয়ো না সব ঠিক হয়ে যাবে.....১৫৭
আপনিও হবেন সেরা স্বামী.....১৫৮
তিনটি শব্দে শেষ হয়ে যায় ভালোবাসার বন্ধন.....১৫৯

আমাদের কিছু কথা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি প্রেরিত হয়েছেন উত্তম চরিত্র এবং তরবারিসহ। আরও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সাহাবাদের উপর এবং পরিবারবর্গের উপর।

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ যখন পশ্চিমাদের সৌন্দর্যের পাতলা মোড়কে আবদ্ধ দুর্গন্ধযুক্ত আদর্শকে অনুকরণের মাধ্যমে জাহেলি যুগের পুনরাবৃত্তি করে চলছে, তা দেখে হৃদয় রক্তক্ষরণ হয়। আমাদের চিন্তা-চেতনায় থাকা উচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়নের এজেন্ডা। যেহেতু এখানে ইসলামে বিয়ের দিকটা নিয়ে সমাজের বিভ্রান্তিগুলো তুলে ধরতেই রচিত হয়েছে পুস্তিকাটি, তাই এর ভূমিকায় প্রাধান্যিত হবে যদিওবা 'বিয়ে' তবে আমরা দ্বীনের সবগুলো দিকেই চেতনা ফেরাতে বদ্ধপরিকর। হ্যাঁ, জাহেলি চিত্রের যে অংশটুকু খুব সহজেই ধরা দেয় সমাজে চলার ক্ষেত্রে, রাস্তা-ঘাঁটে, অফিস-আদালতে, এলাকার গলিতে, পার্ক থেকে খেলার মাঠে, স্কুল থেকে ভার্সিটিতে যে অপ্রত্যাশিত ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ নাকে এসে দম বন্ধ করতে চায় সেটা হল যিনার ব্যাপকতা। এই জাহেলি যুগের পুনরাবৃত্তিকরণের যুগে দ্বীনি জ্ঞান না থাকায় যুবকরা যখন হতাশায় নিমজ্জিত তখনই চিরশত্রু শয়তান তাদের সাময়িক আনন্দ দিতে আখিরাতে আজীবনের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত করতে খুলে দিচ্ছে যিনার সস্তা ও নোংরা দরজা। অপরদিকে বিয়েকে করেছে কঠিন থেকে কঠিনতর। বিয়ে আমাদের সমাজের ট্যাবুতে পরিণত হয়েছে। সরকার তো আইন করে ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে আর ২১ বছরের আগে ছেলেদের বিয়ে নিষিদ্ধ করেই দিয়েছে। এখন তো কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করে না নিজের মেয়ে কিংবা ছেলের চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য বয়ঃসন্ধিকাল পদার্পনের পরই বিয়ের ব্যবস্থা করবে। বরং ছেলেদের জন্য স্বাবলম্বীতাকে শর্ত করে রিতিমত ৩০ বছরের আগে বিয়ের কথা ভাবতেও নিষেধ করেছে এই সমাজ আর বাবা-মা।

একে তো শিক্ষাব্যবস্থার জালে বন্দি হয়ে আছে জীবন। তারপর লেখাপড়া শেষ করে অনেকের কপালেই চাকরি ঝুটে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুরিয়ে যায় যৌবন। বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়নি এমন ছেলে-মেয়েরাও প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কথা বলছে বড়দের সামনেই। গল্প, কবিতা, সিনেমা, নাটক সব যায়গায় বিবাহবহির্ভূত প্রেম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অথচ কেউ বিয়ের কথা বললে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। অনেকভাবে অপমানিত হতে হয়। নিজের বাবা-মাও অপমান করে। বন্ধুদের সাথে বিয়ে নিয়ে কথা বললে হাসাহাসি করে। কিন্তু প্রেম নিয়ে আলোচনায় বাহবা পাওয়া যায়। বিয়েকে আমরা এতদিন পর্যন্ত সামাজিকতা হিসেবেই দেখেছি। সেভাবেই শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্য ছেলে-মেয়েদের লোক দেখানো বিয়ের আয়োজন করেছি। কিন্তু বিয়ে যে দ্বীনের অংশ, চরিত্র পবিত্র রাখার দুর্গ, রবের সামনে পবিত্র অবস্থায় দাঁড়ানোর এক মোক্ষম হাতিয়ার, বিয়ে যে জান্নাতি এক পবিত্রবন্ধন, দু'জন ছেলে-মেয়ের ভালোবাসার একমাত্র বৈধ পদ্ধতি—সেসব আমরা ভুলেই গিয়েছি। সন্তানদেরকে এমন এক ফিতনার

সমাজে নামিয়ে দিয়েছি যার চারদিক ঘিরে আছে অবৈধ প্রেম, সমকামিতা, পর্ণাসক্ত আর হস্তমৈথুনের মতো দ্বীন, চরিত্র ও জীবন ধ্বংসের মতো গুনাহের কাজ। তার মধ্য থেকেই আমরা প্রেম ভালোবাসার একমাত্র বৈধ উপায় বিয়ের গলা টিপে ধরে আছি, যা অশান্ত এই যুবসমাজে আরো বেশি মানষিক যন্ত্রনার সৃষ্টি করছে। এখনও অনেক ছেলে-মেয়ে, তরুণীরা জানে না বিয়ের গুরুত্ব কতটুকু? তারা জানে না বিয়ের আগে প্রেম হারাম? যে যুবকের উপর বিয়ে ফরজ হয়েছে সে তার বাবাকে সহস করে বলতে পারছে না 'হে আমার পিতা! আমি আমার রবের সামনে পবিত্র অবস্থায় মিলিত হতে চাই, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।' যুবসমাজ থেকে বিয়ে নামক ট্যাবু ভেঙ্গে দিয়ে বিয়ে যে আমাদের দ্বীনের অংশ তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই 'বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন (#biyeordhekdeenBN)' পেইজের যাত্রা শুরু।

এই বইতে আমরা বিভিন্ন গুণীজনদের লিখা সংগ্রহ করেছি। আবার নিজেরাও বিভিন্ন লিখা লিখেছি। সবই রয়েছে এতে।

আমাদের উদ্দেশ্য হলো—

- একজন যুবক যেনো তার যৌবনকে ধুকে-ধুকে ধ্বংস না করে বরং প্রেম ভালোবাসার যে নিয়ামত আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা বিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে পারে।
- সাহস করে সবার সাথে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা।
- আমাদের বোনদের মুল্যবান ইজ্জত যেনো কোনো চরিত্রহীন লুটে না নিয়ে যায়, তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা যেনো হেফাযত হয়।
- যেনো আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম অবৈধ প্রেমে নয় বরং বৈধ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য বিয়ের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে।
- যখন বিয়ে ফরজ হবে, তখন সন্তান যেনো তার অভিভাবকের কাছে বিয়ের কথা বলতে ভয় না পায়—তেমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের স্বপ্ন।

বিয়ে শুধুমাত্র সামাজিকতা নয় বরং বিয়ে আমাদের দ্বীনের অর্ধেক—এই বুঝটুকু আমরা যুবসমাজকে দিতে চাই একটি নতুন পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আরও বলতে চাই গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

এই লেখাগুচ্ছকে যারা সাজিয়েছেন অপার সৌন্দর্যে, দিয়েছেন যারা শ্রম, সকলকে আল্লাহ ইসলামের খেদমতে কবুল করুন। অবদান স্বীকারের এ অংশটুকুতে যাদের কথা না উল্লেখ করলে লজ্জিত হব, তারা হল 'পথিক প্রকাশন'-এর পরিবার, পুরো অবদানটাই তাদের। আল্লাহ তায়ালা প্রকাশকদের একনিষ্ঠতার সহিত দ্বীনের উপর অটল রাখুন এবং জান্নাতের উত্তম নিয়ামাতরাজিসহ আখিরাতের সব সুখ দান করুন। আমিন।

বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

০৩-০২-২০২০ইং

হৃদয়ের কথাগুলি

ভালোবাসা। ছোট্ট কয়েকটি শব্দের নাম। কিন্তু এ কয়েকটি শব্দে লুকিয়ে আছে হাজারো সুখ। সুখের বিন্দু বিন্দু কণা। কখনো কখনো দুঃখেরা ভেসে আসে মনের আনাচে-কানাচে। নামহীন শত কষ্টেরা বাসা বাঁধে মনের কোণে। তখন হৃদ মাঝার থেকে দুঃখ এবং কষ্টগুলো একমাত্র দূর হয় কারো ভালোবাসা দ্বারা। ভালোবাসার মানুষ ছাড়া এই পৃথিবীতে সুখী হওয়া যায় না। ভালোবাসার বন্ধন ছাড়া এই পৃথিবীটা লাগে খুবই নিঃসঙ্গ। একাকী। বিষন্নতায় কাটে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা।

প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিন্তু কোনো না কোনো সময় ভালোবাসা এসে উঁকি দেয়। প্রেম ভালোবাসায় পড়েনি এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনার মতো। কেউ ভালোবাসাবাসিতে জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলছে, কেউবা জীবনের নেহায়েত টানাপোড়নে পড়ে হয়তো তাদের মনে ভালোবাসা বাসা বাঁধতে পারেনি। প্রেম-ভালোবাসায় যেমন একরাশ সুখ-শান্তি বিরাজ করে, তেমনি প্রেম-ভালোবাসায় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য।

ভালোবাসা হচ্ছে হঠাৎ বা ধীরে ধীরে ঘটে যাওয়া এক সম্পর্কের আবর্তের নাম। হঠাৎ আসুক আর ধীরে আসুক, ভালোবাসা কিন্তু কারও জীবনে বলে কয়ে আসে না। কারও জীবনে হঠাৎ করে আসে আবার কারও জীবনে ধীরে ধীরে ঘটে। সোজা কথা, একের প্রতি অন্যের প্রচণ্ড এক মানসিক আসক্তির নাম ভালোবাসা। জীবন আর ভালোবাসা একে অপরের পরিপূরক। এক জীবনের সাথে অন্য জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যই কিন্তু ভালোবাসার প্রয়োজন।

জীবনের পূর্ণতা দেওয়ার জন্য মানুষ যে বন্ধন তৈরী করে তার নাম—‘ভালোবাসার বন্ধন।’ তবে এই ভালোবাসার বন্ধনটা তৈরী হয় দুইভাবে। ১.অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে। ২. বিয়ে করে পবিত্র বন্ধন তৈরী করার মাধ্যমে। কেউ পূর্ণিমা রাতে প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে আকাশের নীলিমা দেখে রবের শুকরিয়া আদায় করে। আবার কেউবা হোটেলের নাপাক বিছানাতে পরনারীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। এগুলো সবই ভালোবাসার বন্ধন। দু’টোর মধ্যে পার্থক্য হলো—একটি হালাল প্রেম, আর অপরটি হারাম প্রেম। হারাম রিলেশনকে শরীয়াহ কোনোকালে বৈধ করেনি এবং করবেও না। বরং অবৈধ প্রেম জীবনকে করে ফেলে দূর্বিসহ। চিন্তাযুক্ত। যারা অবৈধ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, প্রতিটি ক্ষণে তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। পক্ষান্তরে যারা বিয়ে করে বৈধ পন্থায় প্রেম করে, প্রতিটি ক্ষণ তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে। আমরা ‘ভালোবাসার বন্ধন’-এর দু’টি দিক নিয়ে এই বইটিতে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। যারা হারাম এবং অবৈধ প্রেমে

জড়িয়ে আছে তারা কীভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, কী করে তাদের এই বন্ধনকে হালাল করা যাবে এইসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আর যারা এখানো হারাম রিলেশনে জড়িয়ে নিজেদেরকে কলঙ্কের কালি লাগায়নি, তারা কীভাবে বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, জীবনটাকে কীভাবে সুখময় করবে, সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করব। আমরা পুরো বইটিকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করেছি, প্রথম অধ্যায়ে: ভালোবাসার অবৈধ বন্ধন—হারাম রিলেশন নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে: ভালোবাসার পবিত্র বন্ধন—বিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে: সংসার জীবন—যে জীবন হৃদয় জুড়ায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

প্রিয় আপনি এবং আপনারা!

জীবনটাকে উপেভোগ করুন হালাল পন্থায়। দেখবেন জীবনটা কত সুখের! কত রোমান্সের। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না বিয়ে জীবনটা এত আনন্দের। এত সুখের। যদি সামর্থ হয়ে থাকে, তাহলে খুব দ্রুত বিয়ে করুন। তৈরী করে ফেলুন জীবনের সেরা একটি বন্ধন—'ভালোবাসার বন্ধন'। আপনার ইমান, দ্বীন সবই পূর্ণতায় আসবে। হারাম রিলেশন কিংবা অবৈধ পন্থায় জড়িয়ে নিজের এই সুঠাম জীবনকে বিনষ্ট করে দিবেন না। শরম আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অপেক্ষা না করে খুব ভালো এবং একজন দ্বীনদার পাত্রী/পাত্র দেখে জীবনটাকে তার হাতে সমর্পণ করুন। একজন আরেকজনকে বুঝুন। জান্নাতের পথে চলতে সাহায্য করুন। একজন অপরজনের জন্য হৃদয়ের আঁচল বিছিয়ে দিন। হয়ে যান দু'জন দু'জনার। তৈরী করুন এক সুখময় বন্ধন। পরস্পরের মাঝে সুখ-দুঃখ শেয়ার করে পবিত্র এই বন্ধনটাকে ইতি টানুন জীবনের শেষ অবদি। তারপর না হয়, পরজনমে জান্নাতের নীল আসমানের নিচে একজনমের পবিত্র বন্ধনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো মনে করে দু'গাল হেসে নিয়েন।

প্রিয় পাঠক, সবশেষে বলব, এই বই পড়ার পরে আপনি যদি হারাম রিলেশন বাদ দিয়ে বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন, তাহলে আমরা মনে করবো আমরা কিছুটা হলেও স্বার্থক হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এবং এই বইয়ের লেখকগণ ও প্রকাশকসহ সবাইকে জান্নাতের সেই হুর-রমনীসহ জান্নাতের সব নিয়ামাত দান করুন। আমিন।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
০২-০২-২০২০ ইং

প্রথম অধ্যায় : প্রেম-প্রীতি

মানুষ কেনো প্রেমে পড়ে?

প্রেমের নামে নানা নোংরামি বেড়েই চলছে সমাজে এবং বর্তমানে, সেটাই যেন প্রকৃত মানবতা-সভ্যতা ও মানব স্বাধীনতার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যেখানে ইসলামী আইন নেই সেখানে দিনের দিন এর প্রভাব তো বাড়বেই। কিন্তু আমরা যারা প্রেমের নামে অশান্তি চাইনা, ভালোবাসার নামে নোংরামিকে এবং স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনাকে প্রশ্রয় দেই না তাদেরকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে, যাতে আমাদের পরিবার ও পরিবেশে সেই জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত না হয়। এজন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, এখন আমরা অবৈধ প্রেম ভালোবাসা কেন সৃষ্টি হয় এর কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এ সম্পর্কে জানলে হয়তো আমরা আগ থেকেই এ পাপ থেকে নিজেদের ও পরিবারকে রক্ষা করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

প্রথম কারণ : দ্বীনদারিতে দুর্বলতা

পরিবারের কোন সদস্যের মনে অবৈধ প্রেম সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হল দ্বীনদারির দুর্বলতা, অবৈধ প্রেমিকের ভিতর দ্বীনদারী থাকে না অথবা তার পরিবারের লোকেরা দ্বীনদার নয়, অর্থাৎ সেই পরিবারের লোকেরা প্র্যাকটিসিং মুসলিম নয়, না হলে যে পরিবেশে দ্বীন ও ঈমানের আলো থাকে, সে পরিবেশে পাপাচারের অন্ধকার আসতে পারে না। যে পরিবারের লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে জেনে হালাল-হারাম বুঝেছে, তারা কোনদিন অবৈধ ও নোংরা কোন কর্মকান্ডে জড়িয়ে যেতে পারে না। দ্বীনের অনুসরণ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে অবশ্যই শয়তানি চক্রান্তে ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।[১]

আর সেই শয়তান তো মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। [২]

[১] সুরা আয-যুখরুফ : ৩৬
[২] সুরা নুর : ২১

আপনি বলতে পারেন, মসজিদের ইমামরা মসজিদের ভেতরে প্রেম করছে, কত পর্দানশীন মেয়েও বোরকার ভিতরে প্রেম করছে, কত আলেম ও হাজীদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা প্রেমের বাঁশি বাজাচ্ছে। আপনি যাদের কথা ভাবছেন তারা দ্বীনের প্রতীক ঠিকই, কিন্তু আসলে এরা প্রকৃত দ্বীনদার নয়। কেউ সালাত পড়লে বা পেশায় ইমামতি করলেই তাকে দ্বীনদার মনে করার কোনো কারণ নেই। কেউ বোরকা পড়লেই তাকে পর্দাবিবি ধারণা করা সঠিক নয়। ওইযে বলা হয় না? ওরা মুসলিম কিন্তু প্রাক্টিসিং মুসলিম নয়। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে ৮৫% ঘরে ইসলাম চর্চা হয় না।

দ্বিতীয় কারণ : সুন্দর লাগা।

নিশ্চয়ই ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, আর ভালোকে কে না ভালোবাসে? সুন্দরকে কে না পছন্দ করে? এ ভালো লাগা সৃষ্টি হয় দুটির মাধ্যমে—দেখা ও শোনার মাধ্যমে। দুটির মধ্যে যেকোনো একটির কিছু বিষয় সুন্দর লাগলে তার প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এমনকি প্রকৃত সুন্দর না হলেও মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাকে সুন্দর লাগে, তারপর কোনো বাধা না থাকলে সে তখন প্রেমের পাত্র বা পাত্রীরূপে পরিগণিত হয়। তার প্রতি বাসনা জাগে, তাকে বারবার দেখতে ইচ্ছে হয় যদিও সে কিন্তু সুন্দরী নয়। প্রচন্ড ক্ষুধার সময় সর্বপ্রথম যে খাবার খাওয়া হয় তা বেশ ভালোই লাগে, তীব্র পিপাশায় প্রথম পানে যে পানি পান করা হয় সেটাই সুপেয় মিষ্টি পানি লাগে, এটাই স্বাভাবিক। তখন কেউ তার প্রেমিকাকে অসুন্দর বললে উত্তরে প্রেমিক বলবে, আমার চোখ দুটি নিয়ে দেখো ওকে বিশ্বসুন্দরী লাগবে! এটাই প্রেমের প্রকৃতি। এমন প্রেমিক-প্রেমিকার তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু প্রেম জ্ঞানের চক্ষুকে বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

> প্রকৃতপক্ষে চক্ষু তো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হয়ে যায় সে অন্তর, যা মনের ভেতর লুকিয়ে থাকে।[৩]

তৃতীয় কারণ : মুগ্ধ হওয়া।

মনে মনে মিল তো লেগে গেল খিল, কোন চরিত্রে মুগ্ধ হলে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। পছন্দের ব্যাপারে দুটি মন এক হয়ে গেলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়

[৩] সুরা হাজ্জ : ৪৬।

গুণমুগ্ধ মনে। দুটি পাখির একটি নীড়, একটি নদীর দুটি তীর, দুটি মনের একটি আশা তার নাম ভালোবাসা। সবাইকে দেখলেই সবার ভালোবাসা হয় না, দেখার সাথে অতিরিক্ত কোন গুণ লাগে, কেউ তার ব্যবহারে মুগ্ধ করলো আর হয়ে গেলো সে তার মনের মানুষ। অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধ হয়ে মন দিয়ে বসলো গুণগ্রাহী প্রেমিক। ছেলেটি মাদ্রাসার জানালায় বসে গজল গাইছিল, পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়েটি পার হয়ে যাচ্ছিল, গজলের সুর তাঁকে মুগ্ধ করলে ছেলেটিকে সে মন দিয়ে ফেলল—'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি, মন প্রাণ যা ছিল দিয়ে ফেলেছি।' অনেকে তো এমন আছে—'শিল্পী, খেলোয়াড়, কবি, সাহিত্যিক, নায়ক-নায়িকা এদেরকেও ভালোবেসে ফেলো।' কেউ তাদের গুণমুগ্ধ ও ভক্ত হতেই পারে কিন্তু অনেকে জীবনসঙ্গীরূপে পাওয়ার মতো করে ভালোবেসে ফেলে, অথচ সে ভালবাসার খবর তাদের কাছে পৌঁছে না, চেষ্টা করেও পৌঁছতে পারে না, তা সত্বেও অজানাভাবে তাকে ভালোবাসে। সে জানে, সে তাকে কখনোই পাবে না, পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই, তবুও সে তাকে ভালোবাসে। এমনকি সে বিয়েও করে না—আজব প্রেম।

চতুর্থ কারণ : উপকার লাভ।

কেউ কোন উপকার বা অনুগ্রহ করলে মানুষ তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়, প্রতিদানই প্রতিদান চায়, এই রীতির ভিত্তিতে প্রতিদান দিতে পারলেও কেমন যেন মনটা দাতার দাসে পরিণত হয়ে যায়, সুতরাং প্রেমের পিপাশা থাকলে সেটা ভালবাসায় পরিণত হতে দেরি লাগে না। আমিতো কত বন্ধুকে দেখেছি, যারা নিজের এসাইনমেন্ট করুক আর না করুক বিপরীত লিঙ্গের মানুষের জন্য ঠিক এসাইনমেন্ট করে দিত, যদি উপকার করে ভালোবাসা পাওয়া যায়!

পঞ্চম কারণ : অবৈধ দৃষ্টিপাত।

প্রেমের সূত্রপাত হয় চোখের দৃষ্টি থেকে, চোখের চাহনি হৃদয়ের মধ্যে এমন আঘাত সৃষ্টি করে, যেমন তীর বিদ্ধ হয় শিকারের মধ্যে, তাতে যদি শিকার না হয় ক্ষত ও আহত অবশ্যই হয়। দুষ্ট দৃষ্টি হলো আগুনের মত, তা যদি কোন শুষ্ক খড়ের পালায় পড়ে, তাহলে তার ফলে সমস্ত খড় না পুড়লেও কিছুটা পুড়ে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। কবি বলেছেন—প্রথমে দৃষ্টি, তারপর মুচকি হাসি, তারপর সালাম, তারপর বাক্যালাপ, তারপর ওয়াদা, তারপর মিলন (অর্থাৎ ব্যভিচার)। প্রেম জগতে চোখ দিয়ে অনেক কিছুই বুঝানো যায়, যা জিহবা দিয়ে প্রকাশ করতে মানুষ অক্ষম। চোখের কোণেই আছে জাদুর রেখা। দৃষ্টিতে ব্যভিচার হয়, সুতরাং এ দৃষ্টি বড় বিপদজনক। যার জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

মুমিন (পুরুষদের) বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে (নজর ঝুঁকিয়ে চলে) এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে, এটিই তাদের জন্য উত্তম, ওরা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[৪]

শরীয়তের এ বিধান অমান্য করার ফলেই সমাজের আজ এই অবস্থা, সুতরাং ছোট আগুনকে অর্থাৎ চোখকে যে নিয়ন্ত্রণ না করবে তার ঘরে আগুন লাগবেই।

ষষ্ঠ কারণ : হাসির ঝিলিক

সাক্ষাতে মুচকি হাসি একটি সম্মোহনী সচ্চরিত্র, যাদের মাঝে দেখা সাক্ষাত ও হাসি বিনিময় বৈধ আছে, তাদের মাঝে মুচকি হাসির ঝিলিক মনকে হৃদয়ের কারাগারে বন্দি করে ফেলে। মুচকি হাসি দেওয়া সুন্নত, কিন্তু অবৈধ প্রেম জগতে একটা কথা আছে, মুচকি হাসি বিদ্যুৎ অপেক্ষা কম কিন্তু চমকে অনেক বেশি, দুশ্চরিত্র লোকেরা হাসির মাঝে ফাঁসি দিয়ে অবৈধ প্রণয় সৃষ্টি করে।

সপ্তম কারণ : মিষ্টি কথা

যার চরিত্র সুন্দর, তার কথাও সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলোনা, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে তোমার

[৪] সুরা নূর : ৩০-৩১।

> ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়, তবে তোমরা সর্বদাই নিয়মমাফিক কথাবার্তা বলবে।[৫]

কিন্তু যেসব ছেলে মেয়েরা সুন্দর কথা প্রয়োগ করে অবৈধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তারা নিশ্চয় চরিত্রবান নয়।

অষ্টম কারণ : উপহার দেওয়া

উপহার দেওয়া ভালো কাজ, তবে আধুনিক যুগে উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমেও অবৈধ প্রেমের সৃষ্টি হয়।

নবম কারণ : প্রশংসা

অনেক অসচেতন পিতা-মাতা আছে, যারা অনেক যুবকের কাছে নিজের মেয়ের প্রশংসা করে থাকে, অনেক যুবতী নিজ পিতা-মাতার কাছে কোন যুবকের প্রশংসা শোনে আর সেখানেই সেই প্রশংসা বাণী থেকেই তাদের মনে প্রেমের দানা বাঁধতে শুরু করে। অনেক বন্ধু আছে নিজের বোনের কাছে অন্য বন্ধুর প্রশংসা করে, অনেক বোন তার নিজ ভাইয়ের কাছে বান্ধবীর প্রশংসনীয় ও আকর্ষণীয় গল্প শুনিয়ে থাকে। অনেক হতভাগা স্ত্রী আছে যারা নিজ স্বামীর কাছে পরস্ত্রীর রূপ ও গুণের করে থাকে, তার ফলে তাদের মনের সংগোপনে এক প্রকার প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

> কোন নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর দেহের বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ঐ নারীকে) দেখতে পাচ্ছে।[৬]

আর সরাসরি একে অন্যের প্রশংসা মানেই জবাই, যেহেতু মুখোমুখি প্রশংসায় সৃষ্টি করে অহংকার, সৃষ্টি করে যুবক-যুবতীর মনে অজানা প্রেম প্রবাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাকো, কারণ তা জবাই।[৭]

---

[৫] সুরা আহযাব : ৩২।

[৬] সহিহ বুখারি : ৫২৪০।

যদি কোন যুবতী কোন যুবকের মুখে নিজ প্রশংসা শোনে, তাহলে কি তা প্রেম না হয়ে অন্য কিছু হয়? 'তুমি খুব সুন্দরী, তুমি যেন ডানাকাটা পরী, তুমি যেন পূর্ণিমার চাঁদ'—এই কথা শুনে গর্বিত হয়ে মন সঁপে দিতে দেরি লাগে? কবি বলেছেন—ওকে ওরা সুন্দরী বলে ধোঁকায় ফেলেছে, আর প্রশংসা সুন্দরীদেরকে ধোঁকায় ফেলে, প্রশংসায় মন কার না গলে? প্রশংসার ফাঁদে কার মন না শিকার ফাঁসার মতো ফাঁসে? অতি চালাক অথবা আল্লাহভীরু না হলে অতি সহজেই পা পিছলে যায় এই প্রশংসার তলে।

দশম কারণ : সালাম

সালাম দেওয়া সুন্নত, কিন্তু শয়তান এখানেও উৎপেতে বসে থাকে, ভালোবাসার এই ছিদ্রপথ দিয়ে অবৈধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে থাকে, কোন যুবক কোন যুবতীকে অথবা কোন যুবতী কোন যুবককে সরাসরি সালাম দিলে অথবা কারো মাধ্যমে সালাম দিয়ে পাঠালে তাতে একপ্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাদের মনের গহীন কোণে, যে আকর্ষণ সময়ের স্রোতে অবৈধ প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এজন্য উলামাগণ এ মর্মে মানুষকে সতর্ক করে বলেন, ফিতনার ভয় থাকলে বেগানা নারী-পুরুষের মাঝে সালাম বিনিময় বৈধ নয়। আর মুসাফাহ তো নয়ই। ফিতনাই হল অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা।

একাদশ কারণ : ভালোবাসার গান ও কবিতা

দুঃখে যে পড়েনি সে সুখের সন্ধান দিতে পারে না, প্রেমে যে পড়েনি সে প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না, এটা বাস্তব কথা। নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের কবিতা ও গান শুনতে ভালোবাসে। আর প্রেমিক না হলে প্রেমের গান ও কবিতা তাকে প্রেমিক বানিয়ে ছাড়বে। বর্তমান যুগের গানগুলো এরকমভাবেই তৈরা করা হয়, যে জীবনে প্রেম করেনি সেও গান শুনে প্রেম করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। আসলে ভালোবাসার গান শয়তানের মন্ত্র, যার দ্বারা সে প্রেম-পাগলদেরকে সম্মোহিত করে। গান শয়তানের একটি ফাঁদ, বর্তমান যুগের গান সুপ্ত যৌন-বাসনাকে জাগরিত করে। উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, লজ্জা বিলীন করে এবং আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে, আর তার ফলেই সংঘটিত হয় ব্যভিচার। আর গান এখানে মদের কাজ করে, মদ যেমন মাতালকে নেশায় মত্ত করে বহু অঘটন ঘটায়, যৌন

[৭] সুনানু ইবনু মাজাহ : ৩৭৪৩।

উন্মাদনামূলক গানও তা ঘটাতে পারে। সুতরাং মনে প্রেম সৃষ্টিকারী জাদু হলো গান। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেন,

গান হলো অন্তরের মদ।[৮]

দ্বাদশ কারণ : প্রচার মাধ্যম

প্রচার মাধ্যম বর্তমান যুগে অনেক, কিছুর মাধ্যমে শোনা যায়, কিছুর মাধ্যমে শোনা ও দেখা যায়, কিছুর মাধ্যমে দেখা ও পড়া যায়, টিভি-চ্যানেলগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় কিভাবে প্রেম প্রচার-প্রসার হচ্ছে। ইউটিউব ঘুরলে দেখতে পাবেন কত রোমান্টিক নাটক। ফেসবুক ঘুরলে দেখতে পাবেন ছোট ছোট রোমান্টিক ভিডিও। আর মুভির কথা, রোমান্টিক বইয়ের কথা তো বাদই দিলাম। এই সকল টিভি চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলের উদ্দেশ্য হল দ্বীন ধর্ম নিপাত যাক নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাক, নারী-স্বাধীনতা অর্থাৎ জরায়ু-স্বাধীনতার জয়জয়কার! সচ্চরিত্রতা ধ্বংস হোক, অশ্লীলতার তুফান আসুক, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধা লঙ্ঘন করে যেভাবে হোক জীবনটাকে উপভোগ করো। আর এই সকল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অতি সহজলব্ধ করে ভরে দেয়া হয়েছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। মানুষ তা দেখছে, এগুলার প্রভাব কি পড়বে না? অবশ্যই পড়বে!

প্রিয় মুসলিম যুবক ও যুবতী! প্রেমের উপন্যাস পড়ে অথবা ফিল্ম দেখে কি ধারণা করছো?

তুমিও ওই নায়ক বা নায়িকার মত তোমাদের প্রেমে সফল হবে? অমূলক ধারণা। কল্পনা ও বাস্তব এক নয়, স্বপ্ন ও জাগরণ এক নয়, উপন্যাসের লেখক এবং ফিল্মের ডাইরেক্টর কায়দা করে হিরো হিরোইনকে শত বাঁধার মাঝে সফল করে নেয়, কিন্তু তোমাদেরকে সফল করবে কে?

[লিখেছেন : উমার ইবনু আব্দুল কাদির**]**

[৮] মাজমুআল ফাতাওয়া : ১০/৪১৭।

তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই কেন?

খুবই অস্বাভাবিক এই প্রশ্নটা আমরা প্রায়ই করি কিংবা শুনে থাকি। বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিছু কমন উত্তর হতে পারে:

জনৈক ১ : আমি প্রয়োজন মনে করি না। যেহেতু এ ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেহেতু আমার কোন আগ্রহ নেই।

জনৈক ২ : আমার পরিবার এটা মেনে নেবে না। তাই নেই।

জনৈক ৩ : এজন্য অনেক খরচাপাতির দরকার পরে। তাই নেই।

জনৈক ৪ : গার্লফ্রেন্ড থাকাটা আমার কাছে লজ্জা লজ্জা লাগে।

জনৈক ৫ : আমি মেয়েদের বিশ্বাস করি না। এরা নির্ঘাত স্বার্থপর।

জনৈক ৬ : আমি আল্লাহকে ভয় করি। তিনি এই ধরণের সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করেছেন। আর আমি তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী।

যদিও এদের কারও গার্লফ্রেন্ড নেই, প্রথম ৫ জন এরপরেও দোষী, কারণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শেষটা ছাড়া বাকী কোন কারণই সিদ্ধ নয়। আমরা যদি প্রদত্ত যুক্তিগুলো আরেকটু গভীরভাবে দেখি তবে দেখতে পাবো যে, প্রথম ৫টা যুক্তিতে 'গার্লফ্রেন্ড না থাকার কারণ'-এর ক্ষেত্রে জিএফ থাকা 'অনুমোদিত নাকি নিষিদ্ধ' এই যুক্তির ধার ধারেনি। বরং এগুলো হলো অনৈব্যক্তিক/ক্ষণস্থায়ী/আপেক্ষিক, যা যেকোন সময় বদলাতে পারে। এই সংজ্ঞা বা কারণগুলো নির্ভুল নয়, বরং পরিবর্তনযোগ্য আর প্রকৃতিগতভাবেই আপেক্ষিক। অর্থাৎ অন্যান্য বিষয় যেমন—সামাজিক মূল্যবোধ, আর্থিক অবস্থা অথবা অন্যান্য কিছুর বদলানোর সাপেক্ষে পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে—যদি প্রথম ব্যক্তির কোনভাবে মেয়েদের প্রতি আগ্রহ জন্ম নেয়, সে আবারো এটা শুরু করবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী অনুভব 'উচিত নয়' থেমে যাবে যদি তার পরিবার মারা যায় কিংবা তাকে অনুমতি দেয় অথবা যদি সে কোনভাবে পরিবারকে অগ্রাহ্য করতে যথেষ্ট সাহসী হয়ে যায়। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে টাকা আসলে সে গার্লফ্রেন্ড খোঁজা শুরু করবে। চতুর্থ ব্যক্তি কিছুটা এবং নির্লজ্জ সাহসী হলেই কেল্লা ফতে। পঞ্চম ব্যক্তি 'বিশ্বাসযোগ্য' কোন মেয়ের অপেক্ষায় আছেন। 'কী করা উচিৎ নয়'-এর সংজ্ঞা সময়, স্থান, ব্যক্তি, আর পরিস্থিতির সাথে সাথে বদলানোর কথা তো ছিল না। যদি বদলায়ই, তাহলে 'নৈতিকতা' হয়ে যাবে

অবাস্তব একটা ধারণামাত্র। আর এটা বারবার পরিবর্তিত হবে। সুতরাং 'সামাজিক মূল্যবোধ', 'সামাজিক চাপ', 'ব্যক্তিগত ইচ্ছা', 'আমার মনে হয়', ইত্যাদি হলো ঠিক-বেঠিক অর্থাৎ কোনটা করা উচিৎ আর কোনটা নয় তা নির্ণয়ের ভুল মাপকাঠি। ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে সঠিক উত্তরটি রয়েছে। কাজেই তার কাজটাও সঠিক। যদিও অন্য পাঁচজনের কারোই গার্লফ্রেন্ড নেই, যেমনটা তার নেই, তথাপি মূলত তারা তার থেকে আলাদা। কারণটা হলো তাদের মাপকাঠির ভিন্নতা। 'তারা সবাইই এক'—এটা বলে দেওয়া ভুল। কারণ এর মানে এও দাঁড়ায় যে—'একজন মুসলিম আর একজন খ্রিষ্টান উভয়েই সমান, কারণ তারা যথাক্রমে মসজিদ এবং গীর্জায় যায় (যদিও তাদের বিশ্বাস মৌলিকভাবে আলাদা)!!!'

আমাদের অর্থাৎ মুসলিমদের আল্লাহর রায় ছাড়া অন্য কারও রায় মানার সুযোগ নেই, কারণ আমরা কেবল আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا.

> আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন।[৯]

কেবলমাত্র আল্লাহরই হক রয়েছে বিচারের, কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম তার রায় দেওয়ার, কী করা যাবে আর কী নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

> কাজেই তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা কর এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।[১০]

শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।[১১]

আমাদের জন্য একমাত্র সঠিক মানদণ্ড হচ্ছে ইসলামী শরীয়াহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

[৯] সুরা আনআম : ১১৪।
[১০] সুরা মায়িদাহ : ৪৮।
[১১] সুরা ইউসুফ : ৪০।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

> না, (হে মুহাম্মাদ!) তোমার রবের কসম, এরা কখনো মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য যেকোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।[১২]

কুরআন দিয়েই আমাদের নিজের কাজকর্মকে যাচাই করে নেওয়া দরকার, পারিবারিক মূল্যবোধ কিংবা সামাজিক মূল্যবোধ দিয়ে নয়। শরীয়াহই আমাদের পথ দেখাবে, কোন ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা সামাজিক আইন বা ব্যবস্থা নয়।

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে, আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?[১৩]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিদায়াহ দিক, যাতে করে আমরা সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে পারি।

[মূল : জিম তানভীর। ইংরেজি থেকে অনুবাদ : রাফিজ ইবনু আব্দুল করিম]

[১২] সুরা নিসা : ৬৫।
[১৩] সুরা জাসিয়াহ : ২৩।

আমার দিকে কেউ তাকায় না

আমার সব ফ্রেন্ড অনেক সুন্দর। ওরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন আশেপাশের সবাই ওদের দিকে তাকায়। আমি কালো। আমার চেহারা সুন্দর না।

আমার দিকে কেউ তাকায় না। দীর্ঘশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা এই কথাগুলো কি তোমার? হ্যাঁ, বোন। তাহলে তোমাকেই বলছি। কেউ যখন তোমার সামনে ওদের কারো প্রশংসা করে, আমি দেখেছি তখন তোমার মুখটা শুকিয়ে যায়। ওদের ছবিতে যখন লাইকের বন্যা বয়ে যায়, তুমি বারবার চেক করার পরও যখন দেখ যে তোমার ছবিতে লাইক পড়ে মাত্র কয়েকটা, তোমার বুকে যে কষ্টটা জমা হয় তা আমি অনুভব করতে পারি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ নিজেকে দেখার পর তোমার দু'চোখ থেকে কিভাবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমি তা জানি। তুমি সবসময় ভাবো, তোমার প্রতি কেন এমন অবিচার করা হল, তাই না? বোন, তোমাকে কিছু কথা বলি। আমি বলব না যে তোমার চেহারাটা কিছু না, তোমার ভেতরের গুণগুলোই আসল। আমি জানি, এসব সান্ত্বনাবাক্য তোমার এখন আর সহ্য হয়না। তোমার গুণের কথা ভেবে দেখার সময় কারো নেই। সবাই তোমার চেহারাটা দেখেই তোমাকে বিচার করে ফেলতে চায়। তোমার দিকে প্রথমবার তাকিয়েই ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ওদের। বোন, আল্লাহ তোমার প্রতি অবিচার করেননি। ওদের চামড়ার রং খুব সুন্দর মনে হয় তোমার কাছে, তাই না? আচ্ছা, তুমি কি কল্পনা করতে পারো, ওরা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে স্বেচ্ছায় নিজেদের চামড়া পোড়াচ্ছে? চামড়া আগুনে পোড়া বীভৎস রং ধারণ করছে? আর ওরা খুব আনন্দ পাচ্ছে, গর্ব করছে সেই রং নিয়ে? যা তা বলছি না বোন। ওরা আসলেই তাই করছে, বুঝে হোক আর না বুঝে হোক।

তুমি শুধু ফেসবুকে ওদের লাইকের পাহাড়টাই দেখেছ। সাথে সাথে যে গুনাহর পাহাড়টা জমা হয়েছে সেটা তুমি দেখনি। ওরা জেনে বুঝে অথবা না জেনে নিজেদের আস্তে আস্তে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ওদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। দুদিনের জন্য ওদের তিনি সুন্দর চেহারা দিয়েছেন, ঢেকে রাখতে পারে কিনা পরীক্ষা করার জন্য। এবং ওরা নিজেদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে চলেছে।

তোমাকে আল্লাহ সেই পরীক্ষায় ফেলেননি। তোমার পেছনে পাঁচজন ছেলে ঘোরেনা। তোমাকে সেই বেহায়া নেশায় পেয়েও বসেনি, আর বসে থাকলেও আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করছেন। ওদের মত তোমার ছবিতে যদি লাইক পড়ত, তুমি হয়তো কোনদিনও কারো মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়ার সেই

ভয়ংকর অশ্লীল নেশা থেকে বের হতে পারতে না। আল্লাহ তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন বোন। সুযোগকে কাজে লাগাও।

আর পার্লারে গিয়ে ফেয়ার এন্ড লাভলির ছলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় আর হাজার হাজার টাকা নষ্ট করো না। এভাবে নিজের চেহারাকে বদলাতে পারবেনা। সত্যিই যদি চেহারা বদলাতে চাও, টাকাগুলো নষ্ট না করে সাদাকা করে দাও। দ্বীনের পথে ব্যয় কর। আল্লাহ হয়তো জান্নাতে তোমার এই চেহারাটাকেই অনেক অনেক সুন্দর করে দেবেন, তুমি যে সুন্দরের কথা কল্পনাও করতে পারো না।

মানুষ তোমাকে রং দিয়ে বিচার করে কেন জানো? তুমি রং নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগ সেজন্য। তোমার দিকে যারা বাঁকা চোখে তাকায় তাদের মাঝে এমন একজনকে দেখাতে পারবে যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করেনা?

হিজাব তোমাকে পণ্য বানাবে না বোন। তোমাকে লাইকের ভিখারী বানাবে না। আজ যারা তোমাকে তাচ্ছিল্য করে, তারা কাল তোমাকে দেখে মাথা নিচু করে ফেলবে।

একজন মুসলিমাহর সৌন্দর্য তার লজ্জায়, তার অবনত দৃষ্টিতে যে তাকওয়ার নূর ঠিকরে পড়ে, তার দীপ্তি নির্লজ্জ 'smoky eye'-এর মেকি সৌন্দর্যে তুমি কখনও পাবে না। নিকাব তোমার মুখশ্রীকে অনেক সুন্দর করবে, পার্টি মেকাপ পারবে না। এগুলো তোমাকে শুধু মরীচিকার পেছনেই ছোটাবে। নিজের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে শেখো বোন। চাঁদকে ধরা যায়না। আপাদমস্তক সাদামাটা মোটা কাপড়ে আবৃত আমার বোনের দিকে কী করে সমীহ ছাড়া তাকানো যায়।[১৪]

[১৪] সংগ্রহীত।